ত্রিপুরা প্রবাহ

সংবাদ সাপ্তাহিক

15th September, 2012 Issue 29th ১০ম বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ২৯ ভাদ্র ১৪১৯, শনিবার মূল্য - ২.৫০

রসায়নে জটিল বিষয়কে সহজ করার সূত্র উদ্ভাবন করলেন কৈলাসহরের অরিজিৎ

প্রবাহ প্রতিবেদন:- রসায়নে জটিল দু'টি বিষয়ে কি করে সহজে নির্ণয় ও নামকরণ করা যায় তারই সূত্র আবিষ্কার করলেন রসায়নের তরুন অধ্যাপক, কৈলাসহরের ছেলে অরিজিৎ দাস। রসায়নে জৈব ও অজৈব যৌগের শংকরায়ণের অবস্থা নির্ণয় এবং ইউপ্যাক নামকরণের নিয়মাবলীর আবিষ্কার দিল্লি থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা কেমেস্ট্রি টুডে-তে গত বছর প্রকাশিত হয়েছিল। গত একবছর ধরে আবিষ্কৃত সূত্রটির পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়। এর পাশাপাশি অধ্যাপক অরিজিৎ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণের বিভাগীয় প্রধানদের কাছে গত ২০ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্টের মধ্যে পেপার জমা দেন। সেপ্টেম্বরে সর্বশেষ স্বীকৃতি এসেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর কাছ থেকে। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ

বিভাগের প্রধান রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক জি এন মুখার্জী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ বিভাগের প্রধান তথা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অরবিন্দ কুমার দাস, নেহু বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আর এ লাল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আর কে নাথ রাজ্যের তরুন অধ্যাপক অরিজিৎ দাসের আবিষ্কৃত সূত্রটির স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাশাপাশি আগামী শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এই সূত্রটি অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে বলে তারা জানান। অধ্যাপক অরিজিৎ জানান, রসায়নে 'জৈব ও অজৈব যৌগের শংকরায়ন অবস্থা অল্প সময়ে নির্ণয় করার জন্য নতুন নিয়মাবলী' আবিষ্কারের আগে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে একটি উত্তর করতে ৭ থেকে ৮ মিনিট লাগত। এখন ১মিনিটে ১৮টি উত্তর করতে পারছে ছাত্ররা। দ্বিতীয় সূত্রটি হল 'জৈব যৌগের ক্ষেত্রে স্পাইরো এবং বাইসাইক্রো যৌগের অল্প সময়ে ইউপ্যাক নামকরণের

(চারের পাতায়)

Postal Regn. No. - NE-0025

(প্রথম পাতার পর)

কৈলাসহরের অরিজিৎ

নিয়মাবলী' আবিষ্কার করার আগে একটি করতে চার মিনিট সময় লাগত। এই সূত্রটি বের করার পর দেখা গেছে এক মিনিট ১৬ টি উত্তর করতে পারছেন ছাত্রছাত্রীরা। অরিজিৎ জানান, ৯০ সাল থেকে ছাত্র পড়ান। পড়াতে গিয়ে দেখেন অজৈব বা জৈব রসায়নের সংকরায়ন বা হাইব্রিডাইজেশন নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সবচেয়ে সমস্যায় পড়েন। কী করে সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়, ছাত্রছাত্রীরা জটিল বিষয়ে কিভাবে দ্রুত উত্তর করতে পারেন, তার চিন্তা সবসময় মাথার মধ্যে ঘোরপাক খেত। সব কাজের ভিড়ে এই বিষয়টি পিছু ছাড়ত না। 'একদিন পড়ার টেবিলে বসে ঝিমোচ্ছলাম এমন সময় ধরা দিল সূত্র দুটি। সঙ্গে সঙ্গে খাতায় টুকে রাখি। পরদিন সেই সূত্র নিয়ে বসি আর মেলাই। তারপর ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে সূত্রটি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করি। দেখা গেল আমার ছাত্রছাত্রীরা এক মিনিটে ২০ থেকে ২৫টি উত্তর করতে পারছে। আমি নিশ্চিত, কিন্তু আমি নিশ্চিত হলে চলবে না স্বীকৃতি চাই। তাই প্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা ক্যামেস্ট্রি টুডেতে পাঠাই। দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষায় স্বীকৃতি আসে। আরো স্বীকৃতি পেতে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধানদের কাছে পাঠাই। পরপর সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বীকৃতি পত্র পাই। স্বীকৃতি পত্র এসেছে ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অব পিওর এন্ড অ্যাপ্লাইড ক্যামেস্ট্রি থেকে। গত এক বছর ধরে অধ্যাপক অরিজিৎ দাস ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজে রসায়নের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে, সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে স্টেট ফরেনসিক ল্যাবে কাজ করেছেন। তিনি জানান তাঁর প্রবর্তিত সূত্রটি শুধুমাত্র কলেজ নয় নবম শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করবে। বর্তমানে তিনি ইন্ডিয়ান ক্যামিকেল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান একাডেমিক ফরেনসিক সায়েন্স, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, ত্রিপুরা ক্যামিকেল সোসাইটি, ত্রিপুরা কলেজ টিচার্স এসোসিয়েশনের সদস্য। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞান পত্রিকা এলসেভিয়ার এবং টেলর এন্ড ফ্র্যানচিজ এর পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। কৃতি অধ্যাপকের সাফল্যে খুশি ধর্মনগর ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক সহ ছাত্রছাত্রীরা। ২ সেপ্টেম্বর কলেজে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো